রাঙা মাথায় চিরুনি

ছড়া

অশোককুমার মিত্র

ছবি

প্রণবেশ মাইতি

মেঘের কোলে একটি ঝিলিক
মায়ের কোলে কে তবে?
মাম্মা সোনা এতোল বেতোল
ভুতোদাদার বোন হবে।
একটু ঝিলিক চোখের পাতায়
একটু ঝিলিক তার ঠোঁটে,
তার হাসিতে ঠাম্মা-দিদার
বুকে খুশির ঝড় ওঠে।
টানছে হামা মাদুর ছেড়ে
কাঠের ঘোড়ায় উঠল রে
হাস্‌নুহানার গন্ধ ছড়ায়
মাতল সবাই হুল্লোড়ে।

মেঘের কোলের ঝিলিক এখন
শুয়ে মায়ের কোল জুড়ে,
চাঁদ ভেবেছে এ কোন চাঁদা
ভুবনডাঙা-বোলপুর!
তার কপালে টিপ দিয়েছি
নিজের কপাল টিপ-খালি,
চাঁদের কথা—এ চাঁদ হবে
ঘরের কোণে দীপ জ্বালি।

ঝিলিক ছিল এক বছরের, ঝিলিক এখন দেড়,
ছুটতে গিয়ে উল্টে পড়ে লাগাচ্ছে ছুট ফের।
এই তো দেখি রান্না ঘরে
রঙ দিয়ে সে চিত্রি করে,
কখন কোথায় ঘুরছে তাহা কেউ পায় না টের।

চশমা চোখে ঝিলিক এখন পড়ছে ছড়ার বই,
পুকুর ছেড়ে তিনটে হাঁসু ডাক দিল চইচই।
বইয়ের পাতায় পড়ল ঢুকে—
ঝিলিক এখন তাদের মুখে
ধরে দিল ভর্তি ধামা বিন্নি ধানের খই।

মেঘের কোলে রোদ হাসলে ঝিলিক নাচে ঠিকই,
গুণের কথা কাগজ ভরে কখন বলো লিখি?
কলম ধরে দিচ্ছে সে ছুট
টানছে আবার ধুতির-ই খুঁট
দশভুজা হয়ে ঝিলিক হামলাচ্ছে দশ দিক-ই।

ঝিলিক এখন ছোট্টো তো নয়
একটু বড়ো,

দিনরাত্তির চিল চিৎকার
আমায় ধরো।

ধরব তারে? এক জায়গায়
দাঁড়ায় নাকি?
একটু ছুটে হাঁফিয়ে শেষে
ঘামতে থাকি।

ভাবি মনে, পড়েছি ভাই
আতান্তরে,

পিছন থেকে ঝিলিক কোলে
লাফিয়ে পড়ে।

পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে
ধর ধর ধর না—
পাগলা ঝোরা ঝরনা
আগল-ভাঙা বন্যা
আমার অনরণ্যা।

খিলখিলিয়ে হাসতে পারে
এক ছুট্টে আসতে পারে
জড়িয়ে ভালবাসতে পারে
দুই বছরের কন্যা
আমার অনরণ্যা।

একলা জলে নাইতে পারে
চোখের কোণে চাইতে পারে
দু'এক কলি গাইতে পারে
এমনি সে সুধন্যা
আমার অনরণ্যা।

পুপে ম্যাডাম মস্ত ম্যাডাম
ব্যস্ত এখন ভারি
বালির 'পরে গড়ে তুলছেন
পাঁচমহলা বাড়ি।
বিষয়টা চিন্তারই।
পুপে ম্যাডাম মস্ত ম্যাডাম
ত্রস্ত সকল লোকে
যখন তিনি তাকান রাগে
রক্ত রাঙা চোখে
বলব কী তা তোকে!
পুপে ম্যাডাম মস্ত ম্যাডাম
চোস্ত চলায় ফেরায়
হাজির তিনি হতেই পারেন
বাস্তঘুঘুর ডেরায়,
কে আর তাঁকে ফেরায়!
পুপে ম্যাডাম মস্ত ম্যাডাম
বিষাদগ্রস্ত হলে
জবরদস্ত মানুষগুলো
অমনি আসে চলে,
পুপে কি চোখ তোলে?
তিন বছরের পুপে ম্যাডাম
তখন মায়ের কোলে।